৫

মূলধনের কার্যকর ব্যবহার

The Effective Use of Capital

ব্যাংক জনগনের কষ্টার্জিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং সে অর্থ ঋণ হিসেবে প্রদানের মাধমে মুনাফা অর্জন করে। ব্যাংকিং ব্যবসা আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জনগনের আস্থা ও বিশ্বাস রক্ষার্থে মূলধনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে পর্যাপ্ত মূলধনের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করে। ব্যাংকিং শিল্পে অন্যান্য শিল্পের চেয়ে ঝুঁকির পরিমাণ বেশী। তাই প্রত্যেকটি ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ও ব্যাসেল কমিটি প্রদত্ত ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধনের আদর্শ মেনে চলতে হয়। ব্যাংকের মূলধন অন্যান্য ব্যবসার মূলধনের গঠন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাণিজ্যিক ব্যাংক কে Tier-1, Tier-2 ও Tier-3 মূলধন রাখতে হয়। ব্যাংক মূলধন আর্থিক দুর্দশায় রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। প্রত্যেকটি ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ করতে হয় যা ব্যাংকের পরিচালন নীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। ব্যাংকিং ব্যবসা সম্প্রসারণ এবং ন্যূনতম মূলধনের চাহিদা পূরণে ব্যাংক অভ্যন্তরীণ মূলধনের পাশাপাশি বহি:মূলধন উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে। প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য মোট প্রয়োজনীয় মূলধন ও মূলধনের কোন উৎস হতে কত মূলধন সংগ্রহ করতে হবে তা নির্ধারণের জন্য মূলধন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। আমানতকৃত অর্থের নিরাপত্তা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক আমানত বীমা চালু করেছে যা জনগনের মাঝে আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টি করেছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ : ব্যাংক মূলধন নিয়ে কেন উদ্বিগ্ন থাকে?
পাঠ-৫.২ : ঝুঁকিভিত্তিক মূলধনের আদর্শ
পাঠ-৫.৩ : ব্যাংক মূলধন এর গঠন ও কাজ
পাঠ-৫.৪ : ব্যাংকের পর্যাপ্ত মূলধন ও ব্যাংক পরিচালন নীতিতে প্রয়োজনীয় মূলধনের প্রভাব
পাঠ-৫.৫ : বহিঃমূলধন উৎসের বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৫.৬ : মূলধন পরিকল্পনা
পাঠ-৫.৭ : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আমানত বীমা

পাঠ-৫.১ ব্যাংক মূলধন নিয়ে কেন উদ্বিগ্ন থাকে?

Why Bank Worry about Capital?

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- মূলধন নিয়ে ব্যাংকগুলো কেন উদ্বিগ্ন থাকে তা বলতে পারবেন ; এবং
- ন্যূনতম মূলধনের চাহিদা কীভাবে ব্যাংকের উদ্বিগ্নতা হ্রাস করে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

সাধারনত বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ যৌথমূলধনী অর্থাৎ কোম্পানি সংগঠনের হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ "ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১" এর আওতায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। অন্যান্য যৌথ মূলধনী কোম্পানির ন্যায় বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহেরও মূলধন কাঠামো নির্ধারণ করতে হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক ধার করা অর্থের ধারক। অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক একজনের অর্থ নিয়ে আরেক জনকে ঋণ দিয়ে ব্যবসা করে। তাই প্রত্যেকটি ব্যাংককে মূলধন নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতে হয়। ব্যাংক ব্যবসা বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ব্যাংকের কার্যক্রম নিয়ে জনগনের মাঝে আস্থার অভাব হলে, আমানতকারীদের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আতংক সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে, ব্যাংকের সু-সজ্জিত জমি, দালানকোঠা, আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন সফটওয়্যার ও এপস সুনাম বৃদ্ধি করে যার ফলে ব্যাংক গ্রাহকরা সন্তুষ্ট হয় এবং গর্ববোধ করে। আর এসব সম্ভবপর হয় যখন ব্যাংকের মূলধন কাঠামো মজবুত থাকে এবং এসব সম্পদ অর্জনে ব্যাংকের আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন কম হতে হয়। ব্যাংক নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত এবং মজবুত করা। এটা মনে করা হয় যে একটি একক ব্যাংকের (নির্দিষ্টভাবে বৃহৎ আকারের প্রতিষ্ঠানের) ব্যর্থতার কারণে আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ে জনগনের মাঝে আতংক বৃদ্ধি পায়। ব্যাংক ব্যর্থতার প্রসার ও আওতা কমানোর জন্য এবং জনগনের আস্থা বৃদ্ধি করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রত্যেকটি ব্যাংককে ন্যূনতম মূলধন বাধ্যবাধকতা ঠিক করে দেয় এবং তা বাস্তবায়ন করতে নির্দেশনা প্রদান করে। ন্যূনতম মূলধন প্রয়োজনীয়তা তখনই পূর্ন হয় যখন ব্যাংক গুলো একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় অর্থায়ন করে যেখানে পর্যাপ্ত ইক্যুইটি মূলধন এবং দীর্ঘ মেয়াদী দায়ের উৎস থাকে। ন্যূনতম মূলধনের চাহিদা যেভাবে ব্যাংকের উদ্বিগ্নতা হ্রাস করে তা হলোঃ

১. জনগনের মাঝে আস্থা সৃষ্টি ও বজায় রাখতে সাহায্য করে।
২. সাধারন বিপর্যয় এবং ভবিষ্যত ঝুঁকির মধ্যে সম্পদ সরবরাহ করে।
৩. নিয়ন্ত্রিত মুদ্রানীতিতে (যখন ব্যাংক হার বাড়িয়ে দেয়া হয়) প্রতিরক্ষা মূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে।
৪. জনগনের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করে যে ব্যাংক মালিকদের সাথে আমানতকারীদেরও স্বার্থ আছে ঋণ তহবিল সরবরাহে।
৫. নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে অনুমতি পাওয়ার মাধ্যমে।
৬. নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা কর্তৃক শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হ্রাসের মাধমে যা হয়ে থাকে মূলধনের অপর্যাপ্ততার কারণে।

সারসংক্ষেপ :

ব্যাংক জনগনের অর্থ নিয়ে ব্যবসা করে। জনগন বিশ্বাস করে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যাংকে আমানত হিসেবে রাখে। ব্যাংকের কার্যক্রম নিয়ে যদি জনগনের মধ্যে আস্থার অভাব থাকে তাহলে আমানতকারীরা আতংকিত হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে মূলধনের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করে। আর্থিক ব্যবস্থায় একটি ব্যাংক অন্য ব্যাংকের ওপর নির্ভরশীল এবং একটির প্রভাব অন্যটির ওপর পড়ে। তাই প্রত্যেকটি ব্যাংককে মূলধনের ব্যাপারে অত্যন্ত সর্তক অবস্থানে থাকতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত ন্যূনতম মূলধনের চাহিদা ব্যাংকগুলোর মূলধন নিয়ে উদ্বিগ্নতা হ্রাস করতে সহায়তা করে।

পাঠ-৫.২ ঝুঁকিভিত্তিক মূলধনের আদর্শ
Risk- based Capital Standard

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ঝুঁকিভিত্তিক মূলধনের আদর্শ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্যাসেল -১, ব্যাসেল -২, ব্যাসেল -৩ কী তা বলতে পারবেন; এবং
- ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন আদর্শ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক "ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১" এর ধারা ১৩ এবং ধারা ৪৫ তে ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন নিয়ে নির্দেশনা প্রকাশ করে। ব্যাংকিং শিল্পকে মজবুত, গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এই নির্দেশনা প্রদান করেছে যাতে মূলধন ঝুঁকির ব্যাপারে প্রত্যেকটি ব্যাংক সর্তক অবস্থানে থাকে। ঝুঁকিভিত্তিক মূলধনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ব্যাংক "ব্যাসেল -১, ব্যাসেল -২, ব্যাসেল -৩" (Basel -1, Basel -2, Basel -3) এর সুপারিশ মেনে চলে। ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা মডিউলিং এ নিয়ন্ত্রক নিদের্শনার আন্তর্জাতিক অভিন্নতা নিশ্চিত করার জন্য ১৯৮৮ সালের জুলাইতে Basel Committee for Banking Supervision (BCBS) of Bank for Internatinal Settlements(BIS) "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards(ICCMCS)" শিরোনামে একটি জার্নাল প্রকাশ করে। এটি জনপ্রিয়ভাবে Basel Accord বা Basel -1 নামে পরিচিত। প্রত্যেকটি দেশ তাদের নিজ নিজ দেশে জাতীয় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা এই সম্মত কাঠামো বাস্তবায়ন করবে। ১৯৯৭ সালের ব্যাংক সংশোধনী আইন অনুযায়ী ব্যাংকিং ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে তত্ত্বাবধায়নের লক্ষ্যে প্রথমবারের মত ব্যাসেল মূলনীতি সমূহ (Basel Core Principles) প্রণয়ন করেন। ব্যাসেল-১ এ মোট ২৫ টি মৌলিক নীতি রয়েছে। ব্যাসেল-১ এর পর ব্যাসেল-২ প্রণয়ন করা হয় যা একটি আন্তর্জাতিক সমঝোতা স্মারক। সাধারনত ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি পরিমাপ এবং মূলধন বিভাজনের জন্য আন্তর্জাতিক মানের বিধিবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে "ব্যাসেল -২ (Basel -2) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২০০৪ সালের জুন মাসে BCBS, ICCMS এর সংশোধিত কাঠামো "Three pillar concept" চালু করে যা বাংলাদেশের সকল তালিকাভূক্ত ব্যাংকের জন্য ২০১০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে অবশ্য পালনীয় করা হয়েছে। ব্যাসেল-২ এর পর ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা, সহনক্ষমতার পরীক্ষা এবং বাজার তারল্য ঝুঁকি বিবেচনা করে ব্যাসেল-৩ প্রণয়ন করা হয়। ২০০৭-০৮ সালের আর্থিক মন্দার পর ২০১০ সালের নভেম্বরে BCBS এর সদস্য দেশগুলো ব্যাসেল-৩ তে সম্মত হয়। ২০১৩ থেকে ২০১৫ এর মধ্যে চালু করার কথা থাকলেও বাস্তবায়ন ২০১৯ এর ৩১ শে মার্চ এবং পরবর্তীকালে ২০২২ এর ১লা জানুয়ারী এর মধ্যে করতে বলা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি তালিকাভূক্ত ব্যাংক "ব্যাসেল-৩" এর প্রদত্ত কাঠামো ও নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য। ঝুঁকিভিত্তিক মূলধনের আদর্শে প্রথমে ঋণ ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করতে হবে। গ্রাহক যখন ব্যাংকের ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয় তখন ব্যাংকের মূলধন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে। আর এই আশংকা থেকেই ঋণ ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন পক্ষের দাবী সমূহের ভিত্তিতে ঋণ ঝুঁকির নীতিমালা প্রকাশ করে থাকে।

বিভিন্ন পক্ষের সাথে ব্যাংকের দাবিসমূহ (Claims on Bank in Various Parties) ঃ

কাউন্টার পার্টির সাথে নিম্নস্থিত আমানত (বৈদিশিক মুদ্রাসহ) বিনিয়োগ ঋণ এবং অগ্রিম সমূহ প্রত্যক্ষ করা যায়। বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নোক্ত দাবীসমূহের ভিত্তিতে ঋণ ঝুঁকির নীতিমালা প্রকাশ করে থাকে। নিম্নে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালাসমূহ আলোচনা করা হলো:

০১. কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং Sovereign এর দাবি (Claims on Sovereign and Central Bank): বাংলাদেশ সরকারের (GOB) কাছে ঋণ এবং অগ্রিমসমূহ ও সরকারি সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

সিকিউরিটিজ, ডেভেলপমেন্ট বিনিয়োগ বৈদেশিক মুদ্রা বন্ডসহ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বজায় রাখা সমস্ত আমানত এবং সঞ্চিতি।

০২.কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অন্যান্য Sovereign এর নিকট দাবি **(Claims on other Sovereign and Central bank):** সিকিউরিটিতে বিনেয়োগ, ঋণ এবং অগ্রিমসমূহ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যতীত।

০৩.আন্তর্জাতিক ব্যাংক Bank for International Settlements (BIS) এর নিকট দাবি: BIS, IMF, European Central Bank, European Community -তে ঋণ, অগ্রিম সমূহ এবং বিনিয়োগ সমূহ।

০৪. বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকের নিকট দাবি **(Claims on Multilateral Development Banks)** (Specific) উন্নয়নে প্রকাশ ঋণ এবং অগ্রিম সমূহ নিম্নরুপ:

ক. The World Bank Group Comprising of the Internatinal Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the International Finance Corporation (IFC) ;

খ. এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) -The Asian Development Bank (ADB);

গ. আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক-The African Development Bank (AFDB);

ঘ. ইউরোপীয় পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়ন ব্যাংক -The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD);

ঙ. আন্ত: আমেরিকান উন্নয়ন ব্যাংক -The Inter-American Development Bank (IADB);

চ. ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক -The European Investment Bank (EIB);

ছ. ইউরোপীয় বিনিয়োগ ফান্ড ব্যাংক -The European Investment Fund (EIF);

জ. নরডিক বিনিয়োগ ব্যাংক-The Nordic Investment Bank (NIB);

ঝ. ক্যারিবিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক -The Caribbean Development Bank (CDB);

ঞ.ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক -The Islamic Development Bank (IDB);

ট. ইউরোপ উন্নয়ন ব্যাংক সংস্থা -The Council of Europe Development Bank

০৫. বহুপাক্ষিক অন্যান্য উন্নয়ন ব্যাংকের নিকট দাবি **(Claims on others Multilateral Development Banks):** ০৪-তে উল্লেখিত বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক সমূহ ব্যতীত অন্যান্য ব্যাংক সমূহের ঋণ এবং অগ্রিম সমূহ।

০৬. সরকার এবং পাবলিক স্বত্তার উপর দাবি **(Claims on Government/Public Sector Entities – PSE):** সকল পাবলিক কর্পোরেশন, বিধিবদ্ধ বোর্ড এবং কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার সংস্থা যা সরকার নিয়মিত অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক Public Sector Entities(PSE) হিসেবে শ্রেণিকৃত যে কোন স্বত্তার বিনিয়োগ ঋণ এবং অগ্রিম সমূহ (Equity Exposure ব্যতীত)।

০৭. ব্যাংক এবং নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর দাবি **(Claims on Banks and Non-bank Financial Institutios –NBFIS):** সকল তালিকাভূক্ত ব্যাংকের এবং বিদেশী ব্যাংকের ঋণ এবং অগ্রিমসমূহ,

Placements আমানত (Nostro হিসাব সহ) ঋণপত্র (যা ইস্যুয়ার ব্যাংকের মূলধন হিসেবে গণ্য হয় না।) যাবতীয় ব্যবসায়িক বিলের প্রদেয়, পুন:ক্রয় চুক্তি এবং বিনিয়োগ।

০৮. কর্পোরেট এর দাবি (Claims on corporate): কর্পোরেট ঋণ এবং অগ্রিম সমূহ (Equity Exposure ব্যতীত) কর্পোরেট বলতে কোন মালিকানা, অংশিদারিত্ব অথবা সীমিত কোম্পানি যা PSE, Bank, NBFI ও নয় অথবা Retail Porfolio এবং Small Enterprises এর সংজ্ঞাভূক্ত কোন ঋণ গ্রহীতা নয়।

০৯. খুচরা পোর্টফোলিও এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ হিসেবে শ্রেণিকৃত দাবি (Claims Categorized as Retail Portfolio and Small Enterprise): খুচরা পোর্টফোলিও এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগ হিসাবে শ্রেণিকৃত দাবিগুলো নিচে দেওয়াা হলো:

ক. ঘূর্নায়মান ঋণ এবং ঋণ রেখা (জমাতিরিক্ত সহ)

খ. মেয়াদি ঋণ এবং লিজ (যেমন: কিস্তিতে ঋণ, উৎপাদনের জন্য, গাড়ির ঋণ, ছাত্র এবং শিক্ষা ঋণ ক্ষুদ্র ব্যবসা সুবিধা এবং অঙ্গিকার)।

নিম্নলিখিত দাবিগুলো তহবিল ভিত্তিক এবং অ-তহবিল ভিত্তিক উভয়ই খুচরা পোর্টফোলিও থেকে বাদ যাবে:

ক. সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ (যেমন: bond এবং শেয়ার সমূহ) যা তালিকাভূক্ত বা অতালিকাভূক্ত।

খ. দাবি দ্বারা সুরক্ষিত যা আবাসিক সম্পত্তি দ্বারা অথবা বাণিজ্যিক সম্পত্তি দ্বারা সুরক্ষিত।

গ. ব্যাংকের নিজস্ব কর্মীদের নিকট ঋণ এবং অগ্রিম সমূহ যা সম্পূর্ণ বার্ধক্য জনিত সুবিধা অথবা বাড়ি বা ফ্ল্যাট দ্বারা দাবি সুরক্ষিত।

ঘ. ভোক্তার অর্থ।

ঙ. Capital Market Exposure এবং

চ. যৌথমূলধন তহবিল।

Granularity Criterion: এশ্রেণিতে Exposure পর্যাপ্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ করা আবশ্যক যা ঝুঁকি কমায়। এ Criterion পূরণ করার জন্য ক্রেডিট ঝুঁকি প্রশমন বিবেচনা না করে এ শ্রেনীতে অতীত প্রদেয় ঋণ ব্যতিরেখে একটি কাউন্টার পার্ট সার্বিক এক্সপোজার ০.২% এর বেশি অতিক্রম করা উচিত নয়।

প্রদর্শন সীমা (Exposure Limit): প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ সমন্বিত সেবা হবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোগ কোন ব্যক্তির সর্বোচ্চ সমন্বিত এক্সপোজার হবে বাংলাদেশী টাকায় ৭৫ (পঁচাত্তর) লাখ, একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ Small Medium Enterprise (SME) Credit Policy and Program -এ উল্লেখিত পরিমাণ।

১০. ভোক্তা অর্থ (Consumer finance): ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজন পূরণের জন্য ঋণ এবং অগ্রিম সমূহ যার মধ্যে আছে Credit Card ব্যাক্তিগত ব্যবহারের জন্য, গাড়ির ঋণ, ব্যক্তিগত ঋণ এবং যে কোন উদ্দেশ্যের ঋণ ইত্যাদি।

১১. আবাসিক সম্পত্তি দ্বারা সুরক্ষিত দাবি (Claims Secured by Residential Property): সম্পূর্ণরূপে বন্ধকীগুলো দ্বারা সুরক্ষিত ঋণ আবাসিক বা ঋণ গ্রহীতার দখলকৃত অথবা ভাড়াকৃত বাড়ি বা এপার্টমেন্ট নির্মাণ, ক্রয় বা

আধুনীককরণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ঋণ এই শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত হবে। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে আবাসিক Real Estate এই শ্রেণিভূক্ত হবে না।

১২. বাণিজ্যিক Real estate দ্বারা সুরক্ষিত ঋণ (Claims Secured by Commercial Real Estate): সম্পূর্ণরূপে বন্ধকীগুলো দ্বারা সুরক্ষিত বাণিজ্যিক Real Estate যা ঋণ গ্রহীতা দ্বারা দখল, ভাড়া বা বিক্রি করা হবে। বন্ধকীগুলো অফিস কিংবা বাণিজ্যিক বহুমূখী প্রাঙ্গণ অথবা Multi-tenant বাণিজ্যিক প্রাঙ্গণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে।

১৩. অতীত সুরক্ষিত দাবি (Past Due Claims): Table-২ অনুসারে কোন দাবি বা এক্সপোজারের (আবাসিক সম্পত্তি দ্বারা সুরক্ষিত ছাড়া) অসুরক্ষিত অংশ যা ৯০ দিন বা তার বেশি সময় পূর্বের দেয় নির্দিষ্ট সঞ্চিতির নীট (আংশিক আলোপিত) Risk Weighted হবে। অতীত দেয় ঋণ নীট এক্সপোজার সংজ্ঞায়িত করার জন্য যোগ্য আর্থিক সমান্তরালকে (যদি থাকে) CRM হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। (SMA) ঋণ এর জন্য রক্ষিত সঞ্চিতি এই Net off এর যোগ্য হবে না।

১৪. মূলধন বাজার এক্সপোজার (Capital Market Exposure): অধীনস্ত কোম্পানির (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্রোকারেজ হাউজ) বিনিয়োগকারী হিসাবদারী অথবা মার্জিন হিসাবদারী এই শ্রেণির আওতায় পরে।

১৫. যৌথ মূলধন (Venture Capital) : প্রারম্ভিক স্তরে যৌথ মূলধন অর্থায়নের জন্য সরবরাহ করা হয়। উচ্চ সম্ভাবনা সুদের প্রবৃদ্ধি Generating a return through an eventual realization event যেমন- কোম্পানির Initial Public Offering(IPO) অথবা বাণিজ্যিক বিক্রয়। যৌথ মূলধন বিনিয়োগ সাধারনত নগদে হয় বিনিয়োগকৃত কোম্পানির শেয়ারের বিনিময়ে। অতালিকাভূক্ত স্বত্ত্বায় বিনিয়োগ Public Sector Entities(PSE) ব্যতীত এই শ্রেণিভুক্ত হবে।

১৬. অন্য সকল সম্পত্তি (All Other Assets):

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অন্যান্য Sovereign ব্যতীত সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি।

খ. সকল কর্মকর্তার ঋণ যা আবাসিক সম্পত্তি এবং বার্ধক্য জনিত সুবিধা দ্বারা সুরক্ষিত।

গ. আদায় প্রক্রিয়াধীন Cash items: চেক, ড্রাফট এবং অন্যান্য Cash item যেমন: মানি অর্ডার। ব্যাংক এবং অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের উপর পোস্টাল অর্ডার উপস্থাপনের সাথে সাথে প্রদান। আদায়ের প্রক্রিয়াধীন Trade bills, যেমন: আমদানি বিল এবং রপ্তানি বিল এই আইটেম থেকে বাদ দেয়া উচিত।
ঘ. অন্যান্য সম্পত্তি (যদি অন্য কোন আইটেম থাকে যা উপরে উল্লেখ হয় নাই)।

ঋণ ঝুঁকির পদ্ধতি সমূহ (Methodology of Credit Risk): মূলধন পর্যাপ্ততার উদ্দেশ্যসমূহ ঝুঁকি পরিমাপের উপর ভিত্তি করে ঋণ ঝুঁকির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বীকৃত External Credit Assessment Institution (ECAI) দ্বারা তৈরী করা হয়। ব্যাংক গুলোকে তাদের সকল অন ব্যালেন্স শীট এবং অফ ব্যালেন্স শীট ঝুঁকির Weight নির্ধারিণ করা প্রয়োজন হয়। ঝুঁকি Weight বহিরাগত ক্রেডিট রেটিং (Solicited) এর উপর ভিত্তি করে যা বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত রেটিং গ্রেড এর সাথে চিত্রায়িত হয়। অথবা একটি স্থায়ী Weight যা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত।

১. বাহ্যিক ঋণ হার (External Credit Rating): ঝুঁকি বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো ঋণের ঝুঁকি সহজে পরিমাপ করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণকে আদায় যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। তারপর প্রত্যেক শ্রেণীকে নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী বিভক্ত করা হয়। মানগুলো সাধারণত নিম্নোক্ত ধরনের হয়ে থাকে:

i. সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ঋণ (AAA);
ii. সন্তোষজনক ঋণ (AA);
iii. ভালো ঋণ (A);
iv. প্রান্তিক মান সম্পন্ন ঋণ (B);
v. সন্দেহজনক ঋণ (C);
vi. কুঋণ বা ঋণক্ষতি (D);

ব্যাংক এভাবে সব ঋণকে বিভিন্ন গ্রেডে বিন্যস্ত করে সামগ্রিক ঝুঁকি সম্পর্কে একটি ধারনা লাভ করে। মোট ঋণ থেকে A ও A–এর উপরের গ্রেডের ঋণের পরিমাণ আলাদা করা হয়। এ পরিমাণ যত বেশি হয় ঝুঁকি তত কম হয়। আবার Grade B ও B-এর নিচের পরিমাণ মোট ঋণের অনুপাতে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে বেশি হলে তা ব্যাংকের অধিক ঝুঁকি নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক দু'টি ক্রেডিট রেটিং এজেন্সির স্বীকৃতি দিয়েছে। যথা-(i) Credit Rating Agency of Bangladesh (CRAB) Ltd. এবং (ii) Credit Rating Information and Services Limited (CRISL)। যা (ECAI) Guideline (বাংলাদেশ ব্যাংক বিজ্ঞপ্তি নং-৭/২০০৮) এর যোগ্যতার মানদন্ড পূরণ করে। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংক সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ব্যাংক রেটিং ব্যবহার করতে পারবে (যদি থাকে)। নিম্নোক্ত আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলো বিদেশে তাদের Risk weighting এক্সপোজার করে।

ক. Fitch

খ. Moody and

গ. Standard & Poors.

ECAI এর রেটিং শ্রেণি বাংলাদেশ ব্যাংকের রেটিং গ্রেড এর Table-1 অনুযায়ী তৈরী।

Table 1: ECAI's Credit Rating Categories Mapped with BB Rating of Grade

BB Rating Grade	Equivalent Rating of S&P and Fitch	Equivalent Rating of Moody	Equivalent Rating of CRISL	Equivalent Rating of CRAB
1	AAA to AA	Aaa to Aa	AAA	AAA
2	A	A	AA+, AA	AA1, AA2
3	BBB	Bbb	AA-, A+, A, A-	AA3, A1, A2, A3
4	BB to B	Ba to B	BBB+, BBB, BBB-	BBB1, BBB2, BBB3,
5	Below B	Below B	BB+, BB, BB-, B+, B, B- CCC+, CCC, CCC-	BB1, BB2, BB3, B1, B2, B3, CCC1, CCC2,
6			CC+, CC, CC-C+, C, C-, D	CCC3, CC, C, D
Short-Term Rating Category Mapping				
S1	F1+	P1	ST-1	ST-1
S2	F1	P2	ST-2	ST-2
S3	F2	P3	ST-3	ST-3
S4	F3		ST-4	ST-4

S5	B,C		ST-5	ST-5
S6	D	NP	ST-6	ST-6

Risk weighting ECAI স্বীকৃত গ্রাহকের রেটিং এক বছরের জন্য মূল্যায়িত হবে। একটি কর্পোরেট গ্রুপের একটি স্বত্তার রেটিং উক্ত গ্রুপের অন্য স্বত্তার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ একই কর্পোরেট গ্রপের সকল অংশ সমূহকে আলাদাভাবে ক্রেডিট রেটিং পেতে হবে।

২. **স্বল্প মেয়াদি মূল্যায়ন (Short Term Assessments):** কর্পোরেট এর Risk weighting এর জন্য ব্যাংকের স্বল্পমেয়াদি দাবির বিপরীতে স্বল্পমেয়াদি মুল্যায়ন করা যায় (দেশি এবং বিদেশি)। অন্যথায় এটি আনরেটেড বলে বিবেচিত হবে।

৩. **বহুমুখী মূল্যায়ন (Multiple Assessments):** যদি একটি ব্যাংকে ECAI কর্তৃক মূল্যায়িত দু'টি মূল্যায়ন পছন্দ করা হয় যেটা ভিন্ন Risk weight চিহ্নিত করে তবে উচ্চ Risk weight প্রয়োগ করা হবে। যদি সেখানে ৩টি ভিন্ন Risk weight থাকে তবে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নে দু'টি weight refer করে এবং ঐ দু'টি Risk weight এর মধ্যে higher risk weight প্রয়োগ করা হয়।

৪. **ইস্যুকারী বনাম ইস্যু মূল্যায়ন (Issuer vs. Issue Assessment):** যেখানে একটি ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট ইস্যুতে বিনিয়োগ করে তাতে নির্দিষ্ট ইস্যু মূল্যায়ন থাকে। তবে দাবির Risk weight ঐ মূল্যায়নের উপর নির্ভর করে। অন্যথায় ব্যাংক নির্দিষ্ট ইস্যুর জন্য ইস্যুকারীর রেটিং ব্যবহার করতে পারে।

ব্যালেন্স শীট এক্সপোজারের জন্য ঝুঁকি ভার (Risk Weight for Balance Sheet Exposure): বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রেড অনুযায়ী, এক্সপোজার অনুযায়ী, বিভিন্ন রেটিং Table হতে দেয়া হয়েছে।

Table 2: Risk weight for Balance Sheet Exposure

SI.	Exposure Type	BB's Rating Grade	Risk Weight (%)
a.	Cash and Cash equivalents		0
b.	Claims on Bangladesh Government (other than PSE) and BB (denominated in domestic and foreign currency)		0
c.	Claims on other Sovereigns & Central Banks		
d.	Claims on Bank for International Settlements, International Monetary Fund and European Central Bank.		0
e.	Claims on Multilateral Development Banks (MDB)		
	i) IBRD, IFC, ADB, AFDB, EBRD, IADB, EIB, EIF, NIB, CDB, 1DB, CEDB		0
	ii) Other MDBs	1	20
		2,3	50
		4,5	100
		6	150
		Unrated	50

f.	Claims on Public Sector Entities (other than Government) in Bangladesh	1	20
		2,3	50
		4,5	100
		6	150
		Unrated	50
g	Claims on Banks and NBFI (Denominated in domestic as well as foreign currency)		
	i) Original Maturity over 3 months	1	20
		2,3	50
		4,5	100
		6	150
		Unrated	100
	ii) Original Maturity up to 3 months		20
h	Claims on Corporate (excluding equity exposures)	1	20
		2,3	50
		4,5	100
		6	150
		Unrated	125

SI.	Exposure Type	Risk Weight (%)
Fixed Risk Weight Groups:		
i	Claims Categorized as Retail Portfolio & Small Enterprise (Excluding Consumer Finance and Staff Loan)	75
j	Consumer Finance	100
k	Claims fully secured by residential property (excluding staff loan/investment)	50
l	Claims fully secured by commercial real estate	100
m	Past due claims (risk weights are to be assigned to the amount net of specific provision):	
	1.the claim (other than claims secured by eligible residential property) that is past due for 90 days of more and/or impaired will attract risk weight as follows:	
	• Where specific provisions are less then 20 percent of the outstanding amount of the past due claim;	150
	• Where specific provisions are no less then 20 percent of the outstanding amount of the past due claim.	100
	• Where specific provisions are more than 50 persent of the outstanding amount of the past due claim	50
	2.Claims fully secured against residential property that are past due for more than 90 days and/or Impaired Specific Provision held there-against is less than 20 Percent of Outstanding Amount	100
	3.loans and claims fully secured aginst residential prorerty that are	75

	past due by 90 days and or impaired and specific provision held there-against is more than 20 percent of outstanding amount	
n	Investments in venture capital	150
o	Investments in premises, plant and equipment and all other fixed assets	100
p	Claims on all fixed assets under operating lease	100
q	All other assets	
	I. Claims on gob & bb (eg.advanced incame tax, reimbursement of patirakkha/shadharon shanchay patra, etc.)	0
	Ii. Staff loan/investment	20
	Iii. Cash items in process of collection	20
	iv. Other assets (net off specific provision, if any)	100

Table 3 : Risk Weight for Short Term Exposures

BB's Rating Grade	S1	S2, S3	S4, S5	S6
Risk Weight (%)	20	50	100	150

Table 4: Risk Weight against ECA Score (Published by OECD)

ECA Score	1	2.3	4,5&6	7
Risk Weight (%)	20	50	100%	150%

সারসংক্ষেপ :

ব্যাংকিং শিল্পকে স্থিতিশীল, মজবুত ও টেকসই করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধনের ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করে যা "ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১" এর ধারা ১৩ এবং ধারা ৪৫ তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে ব্যাসেল-১, ব্যাসেল-২ ও ব্যাসেল-৩ এর সুপারিশ মেনে চলতে হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঝুঁকিকে ব্যবস্থা করার জন্য ব্যাসেল কমিটি বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করে যা প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক মানতে বাধ্য। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি বাণিজ্যিক ব্যাংককে বর্তমানে ব্যাসেল-৩ পালন করতে হয় যা অবশ্যই ২০২২ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে বাস্তবায়ন করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ ঝুঁকির ক্ষেত্রে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এবং প্রত্যেক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধনের আদর্শ বজায় রাখার জন্য তা মেনে চলা জরুরী।

পাঠ-৫.৩ ব্যাংক মূলধন এর গঠন ও কাজ
Composition and Function of Bank Capital

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংক মূলধন কিভাবে গঠিত হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- Tier-1, Tier-2, Tier-3 মূলধন কী তা বলতে পারবেন; এবং
- ব্যাংক মূলধনের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী মূলধন, সম্পদের ক্রমযোজিত মূল্য থেকে দায় সমূহের ক্রমযোজিত মূল্য বিয়োগ করে যা পাওয়া যায় তা একটি ফার্মের মালিকানার অংশ নির্দেশ করে। এটি সাধারনত লিখিত মূল্যে পরিমাপ করা হয় যেখানে সম্পদ এবং দায়সমূহ ঐতিহাসিক খরচ অনুসারে তালিকাভূক্ত করা হয়। ব্যাংকিং এ ব্যাংক মূলধনের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ধারনা থেকে হিসাব বিজ্ঞানের মূলধন ধারনার ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। বিশেষত, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ মূলধন পর্যাপ্ততা পরিমাপ করার সময় দায় এবং কুঋণ সঞ্চিতির নির্দিষ্ট দিক অন্তর্ভূক্ত করে। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ মূলধনকে তিনটি Tier এ শ্রেণী বিন্যস্ত করে। রেগুলেটরি মূলধন তিন tier এর মধ্যে শ্রেণিকরণ করা হবে যেমনঃ Tier-1, Tier-2 , Tier-3. নিম্নে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা সমূহ পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলোঃ

১. **Tier-১ মূলধন (Tier-1 Capital):** Tier ১ মূলধনকে ব্যাংকের ‘Core Capital’ নামে অভিহিত করা হয় যা নিম্নোক্ত উপাদান দ্বারা গঠিতঃ

ক. আদায়কৃত মূলধন;

খ. অপরিশোধ্য শেয়ার প্রিমিয়াম হিসাব;

গ. বিধিবদ্ধ রিজার্ভ;

ঘ. জেনারেল রিজার্ভ/সাধারণ সঞ্চিতি;

ঙ. সংরক্ষিত আয়;

চ. অধীনস্ত কোম্পানিতে সংখ্যালঘু স্বার্থ;

ছ. নন-কিউমুলেটিভ অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার;

জ. লভ্যাংশ সমতাকরণ হিসাব।

২. **Tier-২ মূলধন (Tier-2 Capital):** ব্যাংকের Supplementary Capital টিয়ার-২ মূলধনকে বলা হয়। এর উপাদানগুলো ‘Core Capital’ এর চেয়ে কিছু কম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কিন্তু ব্যাংকের সার্বিক শক্তি বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। যার মধ্যে রয়েছেঃ

ক. সাধারণ সঞ্চিতি;

খ. পুণর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি;

i. স্থায়ী সম্পত্তির পুণর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি;

ii. সিকিউরিটিজ এর জন্য পুণর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি;

iii. মালিকানা স্বত্ত্বের জন্য পুণর্মূল্যায়ন সঞ্চিতি;

গ. অন্যান্য সকল অগ্রাধিকার শেয়ার।

ঘ. Subordinated ঋণ।

০৩. Tier ৩ মূলধন (Tier-3 Capital): Tier-৩ মূলধনকে অতিরিক্ত Supplementary Capital বলা হয়। Subordinated ঋণ যা ২ বছর থেকে ৫ বছরের মধ্যে পরিশোধ্য এবং শুধুমাত্র বাজার ঝুঁকি প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হয় তা Tier ৩ মূলধনের মধ্যে পড়বে।

০৪. বিদেশি ব্যাংক (Foreign Banks): বাংলাদেশে বিদেশি ব্যাংক পরিচালনার জন্য Tier ১ মূলধনে যা থাকে তা হলো:

ক. প্রধান অফিস হতে তহবিল।

খ. Remittable মুনাফা মূলধন হিসাবে সংরক্ষিত রাখা।

গ. Tier-১ মূলধন অন্তর্ভূক্ত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত অন্য যে কোন উপাদান।

বাংলাদেশে বিদেশি ব্যাংক পরিচালনার জন্য Tier ২ মূলধনে যা থাকে তা হলো:

ক. সাধারণ সঞ্চিতি।

খ. Annex A পূরণের জন্য নিয়ন্ত্রণ বিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রধান অফিস থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহন।

গ. সিকিউরিটির জন্য পুণর্মুল্যায়ন সঞ্চিতি।

ঘ. Tier ২ মূলধন অন্তর্ভূক্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত অন্য যে কোন উপাদান।

ব্যাংক মূলধন এর কাজ (Function of Bank Capital): চিরাচরিত কর্পোরেট ফিন্যান্স দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে দেখা যায় মূলধন পরিচালনাগত এবং অস্বাভাবিক ক্ষতির হাত থেকে সুরক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে ব্যাংকের ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি কমায়। এই ধারনা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য যারা দীর্ঘ মেয়াদী দায়ের ওপর নির্ভর করে এবং যাদের আর্থিক লিভারেজ তুলনামূলকভাবে কম। এটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য তেমন প্রযোজ্য নয়। নিয়ন্ত্রণকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংক মূলধন ব্যাংক ব্যর্থতার সময় গ্রাহকের আমানতকৃত তহবিলের বিমা প্রদান করে। যখন একটি ব্যাংক ব্যর্থ হয় তখন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বিমাকৃত আমানতকারীদের টাকা পরিশোধ করতে অথবা একটি শক্তিশালী ব্যাংককে ঐ ব্যর্থ ব্যাংককে কিনতে সহায়তা প্রদান করে। ব্যাংকের মূলধন যত বেশী হবে একত্রীকরণ ব্যবস্থা করার খরচ তত কম হবে এবং আমানতকারীদেরকে তাদের অর্থ পরিশোধ করা যাবে। ব্যাংক মূলধনের কাজ হলো ব্যাংক ঝুঁকি হ্রাস করা। এছাড়াও ব্যাংক মূলধনের নিয়ন্ত্রণকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে যে সব কাজ রয়েছে তা হলো:

১. **ব্যাংক মূলধন ক্ষতি পোষাতে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে (Bank capital provides a cushion to absorb losses):** দুর্যোগ, ব্যবসায়িক ক্ষতি এবং অনির্দিষ্ট সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি যেমন: কু-ঋণ,

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্মকর্তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার, তহবিল তছরূপের কারণে মূলধনের যে ঘাটতি দেখা দেয় তার বিপক্ষে প্রতিরক্ষা মূলক ব্যবস্থা হিসেবে পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ করে।

২. **ব্যাংক মূলধন আর্থিক বাজারে প্রবেশাধিকারে সহায়তা করে এবং আমানত বহিঃপ্রবাহে তারল্য সমস্যার সমাধান করে (Bank capital provides easy access to financial markets and thus guards against liquidity problems caused by deposit outflows):** পর্যাপ্ত ব্যাংক মূলধন আর্থিক বাজারে সহজে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে পরিচালনগত সমস্যা হ্রাস করে। যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংকের মূলধন নিয়ন্ত্রণ কারী মূলধন অপেক্ষা বেশী হয় ততক্ষন ব্যাংক স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকে এবং ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে মুনাফা অর্জন করে সম্প্রসারণ পর্যায়ে যেতে পারে।

৩. **ব্যাংক মূলধন বৃদ্ধি এবং ঝুঁকি হ্রাস করে (Bank capital increase capital and reduces risk):** পর্যাপ্ত ব্যাংক মূলধন গ্রাহকের মাঝে আস্থা সৃষ্টি করে এবং ব্যাংকের যাবতীয় খরচ ও ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে মুনাফা অর্জনে সহায়তা করে। মুনাফা সংরক্ষিত আয় হিসেবে রেখে মূলধন বৃদ্ধি করা সম্ভব যা ব্যাংকের যাবতীয় ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করে।

সারসংক্ষেপ :

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাংক মূলধনের ধারনা আর হিসাব বিজ্ঞানে মূলধনের ধারনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংক মূলধনকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে। Tier-1 মূলধন যা ব্যাংকের Core Capital, Tier-2 মূলধন যা ব্যাংকের Supplementary Capital, Tier-3 মূলধন যা ব্যাংকের অতিরিক্ত Supplementary Capital বলে বিবেচিত হয়। Tier-1, Tier-2, Tier-3 মূলধন নির্ণয়ে কিছু শর্ত মেনে চলতে হয়। ব্যাংক মূলধন ব্যাংক ব্যর্থতার সময় রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। ব্যাংক মূলধন ব্যাংকের চলমান স্বত্ত্বা নীতি অনুযায়ী ব্যাংকের টেকসই ও গতিশীলতার জন্য জরুরী। ব্যাংক মূলধন ক্ষতি পোষাতে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে, আর্থিক বাজারে প্রবেশাধিকারে সহায়তা করে,তারল্য সমস্যার সমাধান করে, মূলধন বৃদ্ধি ও ঝুঁকি হ্রাস করে।

পাঠ-৫.৪ ব্যাংকের পর্যাপ্ত মূলধন ও ব্যাংক পরিচালন নীতিতে প্রয়োজনীয় মূলধনের প্রভাব

Bank's Adequate Capital and the Effect of Capital Requirements on Banks Operating Policies

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের পর্যাপ্ত মূলধন কী তা বলতে পারবেন;
- মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত নির্ণয় এবং এ সম্পর্কিত বিধিবিধান ও নির্দেশনা বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- ব্যাংকের পরিচালনা নীতিতে প্রয়োজনীয় মূলধনের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

যোগ্য নিয়ন্ত্রক মূলধন (Eligible Regulatory Capital):

মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত নির্ণয়ের জন্য যোগ্য নিয়ন্ত্রণ মূলধন পূরণের উদ্দেশ্য ব্যাংককে তাদের Tier-১ মূলধন থেকে নিম্নোক্ত দফাসমূহ কর্তন করতে হবে।

ক. অস্পর্শনীয় সম্পত্তি যেমন-সুনাম এবং অন্যান্য যেকোনো Contingent সম্পত্তির বহি:মূল্য যা সম্পত্তির দিকে দেখানো হয়েছে।

খ. শ্রেণিবদ্ধ সম্পদের ঘাটতি পূরণ সঞ্চিতি।

গ. শেয়ারে বিনিয়োগের ঘাটতি সঞ্চিতি।

ঘ. সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ পুণর্মূল্যায়ন অবশিষ্ট ঘাটতি (সকল উদ্বৃত্ত সমন্বয়ের পর)

ঙ. ব্যাংকের মূলধন অবস্থানকে কৃত্রিমভাবে স্ফীত করা/ Subordinated ঋণ/ব্যাংক মূলধনের Cross holdings।

চ. ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ২৬ (২) ধারা অনুযায়ী অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত বিনিয়োগের ৫০% Tier-১ মূলধন এবং ৫০% Tier-২ মূলধন থেকে কর্তন হবে।

ছ. অধীনস্ত কোম্পানিতে বিনিয়োগ যা সমন্বিত নয়। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে ব্যাংকিং গ্রুপ এবং মূলধন পর্যাপ্ততা পরিমাপ করার জন্য অধীনস্ত কোম্পানিতে বিনিয়োগ সমন্বয় করা। যেখানে এটা করা হয় না সেখানে গ্রুপের বিভিন্ন অংশে মূলধনের বহুমূখী ব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য কর্তন অপরিহার্য। বিনিয়োগের এই কর্তন ৫০% হবে Tier-১ মূলধন এবং ৫০% Tier-২ মূলধন হতে।

মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত নির্ণয় (Calculation of Capital Adequacy Ratio)ঃ

মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত নির্ণয়ে ব্যাংকের ঋণ, বাজার এবং কর্মক্ষম ঝুঁকির ভিত্তিতে Risk weighted assets (RWA) নির্ণয় করতে হবে। মোট RWA নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাজার ঝুঁকি এবং কর্মঝুঁকিকে Reciprocal of minimum CAR দ্বারা গুণ করে এর সাথে ঋণ ঝুঁকির RWA যোগ করতে হবে। তখন যোগ্য নিয়ন্ত্রণ মূলধনকে লব এবং RWA কে হর ধরে CAR নির্ণয় করা হয়।

বাংলাদেশে মূলধনের পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত বিধিবিধান ও নির্দেশনা (Capital Adequacy Laws and Directions in Bangladesh)ঃ বাংলাদেশে ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং ২০০৭ সালে তা সংশোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মূলধনের পর্যাপ্ততার ব্যাপারে ব্যাংক কোম্পানি আইন ২০০৭ এর বিধি-বিধান সন্নিবেশিত

আছে। তাছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন বোধে, বিশেষ নির্দেশনা জারির মাধ্যমে মূলধনের পর্যাপ্ততার ব্যাপারে নির্দেশনা জারি করে থাকে। ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানি আইনে বাংলাদেশে নিবন্ধিত বাংলাদেশী ব্যাংকসমূহের ন্যূনতম আদায়কৃত মূলধন ছিল ২০ কোটি টাকা। তবে শর্ত থাকে যে, ন্যূনতম পুঁজির শতকরা ৫০ ভাগ অবশ্যই ব্যাংকের প্রবর্তক পরিচালক কর্তৃক পরিশোধিত হতে হবে। অবশিষ্ট শতকরা ৫০ ভাগ পরবর্তীকালে মূলধন বাজারে শেয়ার বিক্রির মাধমে সংগ্রহ করবে। ২০০৭ সালের সংশোধিত ব্যাংক কোম্পানি আইনের ২২নং ধারার উপ-ধারা ৫(ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে এবং সেখানে বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক কোম্পানির আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল ২০০ কোটি টাকা হবে অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ঝুঁকিভিত্তিক মূলধনের সমান বা উভয় পরিমাণ টাকার পরিমাণের মধ্যে যেটি বেশি তার চেয়ে কম হবে না।

২০১০ সালের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ব্যাংকের আদায়কৃত মূলধনের পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের সাথে আলোচনাক্রমে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা উল্লেখিত উপ-ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ সংক্রান্ত শর্ত পরিবর্তন করতে পারবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক মূলধন বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা ব্যাংকের পরিচালন নীতির ওপর বিভিন্ন বিধি নিষেধ আরোপ করে। অনেক বড় ব্যাংক দেশের মূলধন বাজারে প্রবেশ করে সাধারন শেয়ার, অগ্রধিকার শেয়ার অথবা বন্ড ইস্যু করার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে পারে এবং মূলধনের ন্যূনতম অনুপাত ঠিক রাখতে পারে। একই ধরনের অনেক ব্যাংকের এই সুযোগ থাকে না। তাদের সুনামের ঘাটতি থাকে এবং বিনিয়োগকারীরা তাদের সিকিউরিটিজ কিনতে চায় না। তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ মূলধনের ওপর নির্ভরশীল থাকে এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে বাধাগ্রস্ত হয় অপর্যাপ্ত সংরক্ষিত আয়ের কারণে। মূলধনের বাধ্যবাধতা ব্যাংকের পরিচালন নীতিতে যেভাবে প্রভাব ফেলে তা হলোঃ

১. **সম্পদ প্রবৃদ্ধির সীমারেখা (Limiting Asset Growth)ঃ** সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় মূলধন ব্যাংকের প্রবৃদ্ধির সক্ষমতাকে বাধাগ্রস্থ করে। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃক আরোপ করা নির্দেশ মোতাবেক সর্বনিম্ন মূলধন সম্পদ অনুপাতকে প্রতিনিয়ত পূরণ করার জন্য ব্যাংকের সম্পদের সংযোজন করতে হয় যা মূলধনের সংযোজনকে নির্দেশ করে। প্রত্যেক ব্যাংকের উচিত সংরক্ষিত আয়ের কিছু অংশ এবং নতুন বহিঃমূলধন সম্পদের প্রবৃদ্ধির সীমারেখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে রাখা।

২. **মূলধন মিশ্রণের পরিবর্তন (Changing the Capital Mix)ঃ** যেসব ব্যাংক অভ্যন্তরীণ মূলধনের প্রবৃদ্ধির চেয়ে বেশী হারে ব্যবসা বাড়াতে চায় তারা মূলত বহিঃউৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করে। এখানে ছোট ব্যাংকের চেয়ে বড় ব্যাংকগুলো তুলনামূলক সুবিধা পেয়ে থাকে। বড় ব্যাংক গুলো জনগনের মাঝে সিকিউরিটিজ ইস্যু করার মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে। তাদের সুনাম আছে এবং বিনিয়োগ কারীরা স্বেচ্ছায় তাদের সিকিউরিটিজ কিনতে আগ্রহী। অন্যদিকে, ছোট ব্যাংকগুলো সীমিত বিনিয়োগকারীর মাঝে সিকিউরিটিজ ইস্যু করে। আর তারা হলোঃ বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডার, ব্যাংকের গ্রাহক এবং ভাল অনুরূপ ব্যাংক। ছোট ব্যাংকের জন্য বৃদ্ধি পাওয়া অনেক কঠিন। ছোট ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডাররা তাদের শেয়ার এমন হোল্ডিং কোম্পানির কাছে বিক্রয় করে যাদের মূলধন সংগ্রহ করার উৎস অনেক থাকে। বড় ব্যাংক গুলো নতুন মূলধন সিকিউরিটিজ ইস্যু করার মাধ্যমে বর্ধিত সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় মূলধন জোগাড় করে থাকে। সবচেয়ে জনপ্রিয় হলোঃ দীর্ঘমেয়াদী বন্ড ইস্যু করা যা পরবর্তীকালে শেয়ারে রূপান্তর করা যাবে। এইভাবে মূলধনে দায় ও ইক্যুইটির পরিবর্তন হয়ে থাকে যা মূলধন মিশ্রণকে পরিবর্তিত করে দেয়।

৩. **সম্পদের গঠন পরিবর্তন (Changing Asset Composition)ঃ** ব্যাংক সমূহ তাদের সম্পদের গঠন পরিবর্তনের মাধ্যমে ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন প্রয়োজনীয়তায় সাড়া দিতে পারে। যেসব ব্যবস্থাপকরা ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে না তারা উচ্চ ঝুঁকি শ্রেণীর সম্পদ যেমন: ১০০% ঝুঁকিশ্রেণির বাণিজ্যিক ঋণকে নিম্ন শ্রেনীর ঝুঁকিতে পরিবর্তন করতে পারে। এর ফলে প্রয়োজনীয় ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন কমে যা সাথে সাথে সম্ভাব্য মুনাফা অর্জন ক্ষমতাকেও কমিয়ে দেয়। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের আশংকা থাকে যে, ব্যাংক সমূহ অস্বাভাবিক মুনাফার জন্য অধিক প্রয়োজনীয় মূলধনের উদ্দেশ্যে তাদের সম্পদকে উচ্চ ঝুঁকি শেণীতে কিংবা অ-উদ্বৃত্তপত্রের দফায় পরিবর্তন করতে পারে। ফলে ব্যাংকের সামগ্রিক ঝুঁকির প্রোফাইল বেড়ে যাবে যা আসলে কাম্য নয়।

৪. **মূল্যনীতি (Pricing Policies)ঃ** ঝুঁকি-ভিত্তিক প্রয়োজনীয় মূলধনের অন্যতম সুবিধা হলো এটি কিছু বিনিয়োগকে অন্য বিনিয়োগ থেকে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচনা করে। বেশী ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের জন্য অধিক ইক্যুইটি মূলধন সহায়তার প্রয়োজন। বাধ্যতামূলক ইক্যুইটি বন্টনের জন্য ব্যাংককে সম্পদের পুন:মূল্যায়ন করতে হয়। ইক্যুইটি সবসময়ই ব্যয়বহুল এবং এর খরচ বেশী। অধিক ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের জন্য ব্যাংক ঋণের হার বাড়িয়ে দেয় যার জন্য অধিকতর মূলধনের প্রয়োজন পড়ে অন্যান্য সম্পদের ইন্ডের তুলনায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রয়োজনীয় মূলধন ব্যাংকের মূল্যায়ন নীতিকে প্রভাবিত করে।

৫. **ব্যাংকের সংকোচন (Shrinking the Bank)ঃ** ব্যাংক তার আকার সংকোচনের মাধ্যমে মূলধন মান পূরণ করতে পারে। বিদ্যমান মূলধন স্বল্প সম্পদের ভিত্তিকে বর্ণনা করে। একটি সংকোচিত ব্যাংকের সমস্যা হলো আয়ের প্রবৃদ্ধি সৃষ্টিতে সমস্যা হয় এবং এভাবে একটি যৌক্তিক ঝুঁকি-সমন্বিত হার শেয়ারহোল্ডারদেরকে প্রদান করে। যে সমস্ত ব্যাংকের মূলধনের সমস্যা আছে তারা শক্তিশালী ব্যাংকের সাথে একীভূত হতে চায় এবং অন্য ফার্মের অংশ হিসেবে টিকে থাকতে পারে।

সারসংক্ষেপ :

ব্যাংকের পর্যাপ্ত মূলধন কত হবে তা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করে দেয়। মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত নির্ণয়ে Risk Weighted Assets (RWA) নির্ণয় করতে হয় যা ব্যাংকের ঋণ, বাজার এবং কর্মক্ষম ঝুঁকির ওপর ভিত্তি করে নির্ণীত হয়। ব্যাংক কোম্পানি আইন-২০০৭ (যা সংশোধিত) এ মূলধন পর্যাপ্ততার ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যেখানে ব্যাংকের ন্যূনতম পুঁজির ৫০% ব্যাংকের প্রবর্তক পরিচালক দ্বারা পরিশোধিত হতে হবে। পূর্বে আদায়কৃত মূলধনের পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা ছিলো যা ২০১০ সালে ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। ব্যাংকের পরিচালন নীতিতে পর্যাপ্ত মূলধন প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। ব্যাংকের পর্যাপ্ত মূলধন এবং মূলধনের বাধ্যবাধকতা সম্পদ প্রবৃদ্ধির সীমারেখা, মূলধন মিশ্রণের পরিবর্তন, সম্পদের গঠন পরিবর্তন, মূল্যনীতি ও ব্যাংকের সংকোচনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

পাঠ-৫.৫ বহিঃ মূলধন উৎসের বৈশিষ্ট্য
Characteristics of External Capital Sources

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- বহিঃমূলধনের বিভিন্ন উৎস ও তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- বহিঃমূলধনের বিভিন্ন উৎসের সুবিধা ও অসুবিধা গুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

অভ্যন্তরীণভাবে উদ্ভূত মূলধন সম্পদের প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। যেসব ব্যাংক খুব দ্রুত সম্প্রসারণ করতে চায় তাদেরকে অবশ্যই বহিঃউৎস থেকে অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করতে হয়। সম্পদের আকার দিয়ে তাদের সামর্থ্য নির্ণয় করা হয়। বড় ব্যাংকগুলো নিয়মিতভাবে মূলধন বাজারে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু ছোট ব্যাংক গুলোকে মূলধন সংগ্রহের জন্য প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। বহিঃমূলধন উৎসের বিভিন্ন ধরণ থাকতে পারে যাকে চারটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে এবং এর সুবিধা ও অসুবিধা গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. **অধীনস্ত দায় (Subordinated Debt)ঃ** গত কয়েক দশক ধরে প্রয়োজনীয় মূলধনের চাহিদা পূরণে অধীনস্ত দায় ব্যবহার করা হয়। এই দায় মূলধন গঠন করা হয় কারণ এটি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘমেয়াদের এবং স্থায়ী তহবিলের। এটি "Tier-১" বা "Core Capital" এর মধ্যে পড়ে না কারণ এটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পরিশোধ করতে হবে এবং পুনরায় পূর্ণ করতে হবে। যখন ব্যাংকের আয় কম হবে তখন এটি ব্যাংকের জন্য একটি বোঝা কারণ সুদের খরচ পরিশোধ করতে হবে। নিয়ন্ত্রকদের মূলধন হিসেবে অধীনস্ত দায়কে দেখানোর আগে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ধারন করতে হয়। প্রথমত, আমানতকারীদের দাবী পরিশোধ করার পর এটি পরিশোধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, এটির মেয়াদ গড়ে ন্যূনতম সাত বছর হতে হবে।
অধীনস্ত দায়ের কিছু সুবিধা রয়েছে আর তা হলো, সুদের খরচ কর কর্তনযোগ্য। সুদ, কর পূর্ব আয় যখন বেশী থাকবে তখন এটি শেয়ারহোল্ডারদের অধিক মুনাফা প্রদান করে। ফলে শেয়ারহোল্ডাররা অধিক লভ্যাংশ গ্রহণ করে এবং অধিক সংরক্ষিত আয় মূলধন ভিত্তিকে বৃদ্ধি করে। অধীনস্ত দায়ের কিছু অসুবিধা রয়েছে আর তা হলোঃ সুদ এবং আসল পরিশোধ বাধ্যতামূলক এবং কোন একটি পরিশোধ না করলে খেলাপী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়াও আলাদাভাবে সিংকিং তহবিল গঠন করতে হয় যা তারল্য সংকট তৈরী করে। নিয়ন্ত্রণকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের দায়কে ইক্যুইটির তুলনায় অনুত্তম বলে বিবেচনা করা হয় কারণ এর নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে এবং ব্যাংক এটির বিপরীতে চার্জ ধার্য করতে পারেনা।

২. **সাধারন শেয়ার (Common Stock)ঃ** বহিঃমূলধনের উৎস হিসেবে সাধারন শেয়ারকে নিয়ন্ত্রকরা পছন্দ করেন। এর কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই এবং দীর্ঘমেয়াদী তহবিলের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। লভ্যাংশ যেহেতু পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল তাই আয়ের বিপরীতে স্থায়ী চার্জের প্রয়োজন পড়ে না। ইক্যুইটির বিপরীতে ক্ষতিকে চার্জ করা যায় যা আমানত কারীর স্বার্থকে সংরক্ষণ করে। ব্যাংকের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি আকর্ষণীয় নয় কারণ এর খরচ অনেক বেশী। লভ্যাংশ কর কর্তনযোগ্য নয় এবং কর পরিশোধ করার পর পরিশোধ করতে হয়। সাধারন শেয়ার ইস্যু করার খরচ দায় ইস্যু করার লেনদেনের চেয়ে বেশী যা অসুবিধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ব্যাংকের মূলধন চাহিদা পূরণের জন্য সাধারন শেয়ার ইস্যুকরণ সবসময় সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে গণ্য করা হয় না। বড় ব্যাংক গুলোর শেয়ার যা দেশীয় মূলধন বাজারে কেনাবেচা হয় তা পর্যাপ্ত তারল্য নির্দেশ করে। ব্যাংক ব্যবস্থাপকরা শক্তিশালী আয়, স্থিতিশীল লভ্যাংশ নীতি এবং সিকিউরিটিজ বিশ্লেষকের কাছে পর্যাপ্ত কর্মক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে শেয়ারের মূল্য বাড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তারপরও প্রতিকূল অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শিল্পের সাথে বাজারের অসামঞ্জস্যতার কারণে শেয়ারের দাম কমে যায়। তখন মূলধনের অন্যান্য উৎস কম ব্যয় বহুল হয়ে পড়ে।

৩. **অগ্রাধিকার শেয়ার (Preferred Stock)ঃ** অগ্রাধিকার শেয়ারে বিনিয়োগকারীদের দাবী সাধারন শেয়ার হোল্ডারদের পূর্বে পরিশোধ করা হয়। অগ্রাধিকার শেয়ারকে হাইব্রিড সিকিউরিটিজও বলা হয়। অগ্রাধিকার শেয়ার দায় ও ইক্যুইটির মত আচরন করে। অগ্রাধিকার শেয়ারে শেয়ারহোল্ডারকে একটি নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করতে হয়। মূলধনের প্রয়োজন পড়লে ব্যাংক মূলধন বাজারে অগ্রধিকার শেয়ার ইস্যু করে মূলধন জোগাড় করতে পারে। অনেক বিনিয়োগকারীরাই অগ্রাধিকার শেয়ার পছন্দ করে থাকে। ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীর চেয়ে প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা এই ধরনের শেয়ার বেশী কিনে থাকেন। বড় ব্যাংকগুলোর জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহের একটি আকর্ষনীয় উৎস। অধিকাংশ ইস্যুই সমন্বিত হারের চিরস্থায়ী স্টক। এসব স্টক সাধারনত সমহার মূল্যের কাছাকাছিতে বিক্রয় হয় এবং অধিক তারল্যযুক্ত। সাধারন শেয়ারের যে সমস্ত অসুবিধা গুলো রয়েছে তার অধিকাংশই অগ্রাধিকার শেয়ারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কিন্তু সাধারন শেয়ারের চেয়ে এর বেশ কিছু সুবিধা রয়েছে। অগ্রাধিকার শেয়ারের খরচ সাধারন শেয়ারের চেয়ে কম। অগ্রাধিকার শেয়ারের সামষ্টিক লভ্যাংশ প্রদান ব্যাংকের জন্য সাধারন শেয়ারের লভ্যাংশের চেয়ে কম হয়ে থাকে।

৪. **ইজারা অর্থায়ন (Lease Financing)ঃ** অধিকাংশ ব্যাংক ইজারা অর্থায়নের মাধ্যমে মধ্য মেয়াদী মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। অধিকাংশ লেনদেন ব্যাংকের মালিকাধীন প্রধান কার্যালয় বা অন্যান্য রিয়েল এস্টেট বিক্রয় এবং গ্রাহকদের কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত পুনঃইজারায় জড়িত। ইজারার মাধমে স্বল্প ব্যয়ে ব্যাংক সম্পদ অর্জন করতে পারে এবং কর সুবিধা পেয়ে থাকে। অন্যান্য উৎস থেকে এটা সাশ্রয়ী কারিগরি সুবিধা প্রদান করে এবং তা মুদ্রাস্ফিতি বান্ধব। ইজারা ব্যাংককে সম্পদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে এবং স্বল্প খরচে প্রচুর পরিমানে নগদ অর্থ গ্রহণে সহায়তা করে। বহিঃমূলধনের উৎস হিসেবে ব্যাংক সমূহের কাছে ইজারা একটি পছন্দনীয় উৎস।

সারসংক্ষেপ :

যে সমস্ত ব্যাংক খুব দ্রুত সম্প্রসারণ করতে চায় তারা বহিঃউৎস থেকে অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহ করতে পারেন। সাধারণত ছোট ব্যাংকের চেয়ে বড় ব্যাংকগুলো সহজে বহিঃমূলধন সংগ্রহ করতে পারে। ব্যাংকের বহিঃমূলধনের একটি উৎস হলো অধীনস্ত দায় যা প্রয়োজনীয় মূলধনের চাহিদা পূরণে ব্যাংক ব্যবহার করে। ব্যাংকের আয় কম হলে এটি ব্যাংকের জন্য বোঝাস্বরূপ হয়ে যায়। অধীনস্ত দায়ের সুদের খরচ কর কর্তনযোগ্য। অধীনস্ত দায়ে ব্যাংককে সিংকিং তহবিল গঠন করতে হয় যা তারল্য সংকট তৈরী করে। সাধারণ শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমেও বহিঃমূলধন সংগ্রহ করা যায়। সাধারণ শেয়ার আমানতকারীদের স্বার্থকে সংরক্ষণ করে। সাধারন শেয়ার ইস্যুর লেনদেন খরচ তুলনামূলকভাবে বেশী এবং এ উৎস মোটামুটি ব্যয়বহুল। অগ্রাধিকার শেয়ারও বহিঃমূলধনের একটি অন্যতম উৎস। অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করে ব্যাংক মূলধন জোগাড় করতে পারে। অগ্রাধিকার শেয়ার ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীর চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর কাছে বেশী জনপ্রিয়। অগ্রাধিকার শেয়ারের খরচ সাধারণ শেয়ারের চেয়ে কম। ইজারা অর্থায়ন বহিঃ মূলধনের আরেকটি উৎস যার মাধ্যমে ব্যাংক স্বল্প ব্যয়ে সম্পদ অর্জন করে থাকে। ইজারা ব্যাংককে সম্পদের নিয়ন্ত্রন রাখতে ও স্বল্প ব্যয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জনে সহায়তা করে ।

পাঠ-৫.৬ মূলধন পরিকল্পনা
Capital Planning

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের মূলধন পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে পরবেন; এবং
- ব্যাংকের মূলধন পরিকল্পনার ধাপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যাংকের মূলধন পরিকল্পনা হলো ব্যাংকের মূলধনের স্তর এবং মূলধন মিশ্রণ নির্ণয়ের প্রক্রিয়া। বৃহৎ অর্থে ব্যাংক মূলধন পরিকল্পনা হলো একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাংকের মোট প্রয়োজনীয় মূলধন পরিমাপ করা হয় এবং মূলধনের মধ্যে কতটুকু অভ্যন্তরীণ উৎস (মালিকদের ইক্যুইটি) এবং কতটুকু বহিঃউৎস (দায়) থেকে সংগ্রহ করা হবে তার অংশ নির্ধারণ করা হয়। ব্যাংক মূলধন কাঠামো নির্ধারণ করার সময় মুনাফা লক্ষ্য অর্জন এবং তহবিল সংগ্রহের খরচ কমিয়ে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়। নিম্নের ব্যাংক মূলধন পরিকল্পনা চিত্র থেকে মূলধন পরিকল্পনা সম্পর্কে সহজে ধারনা লাভ করা যাবে।

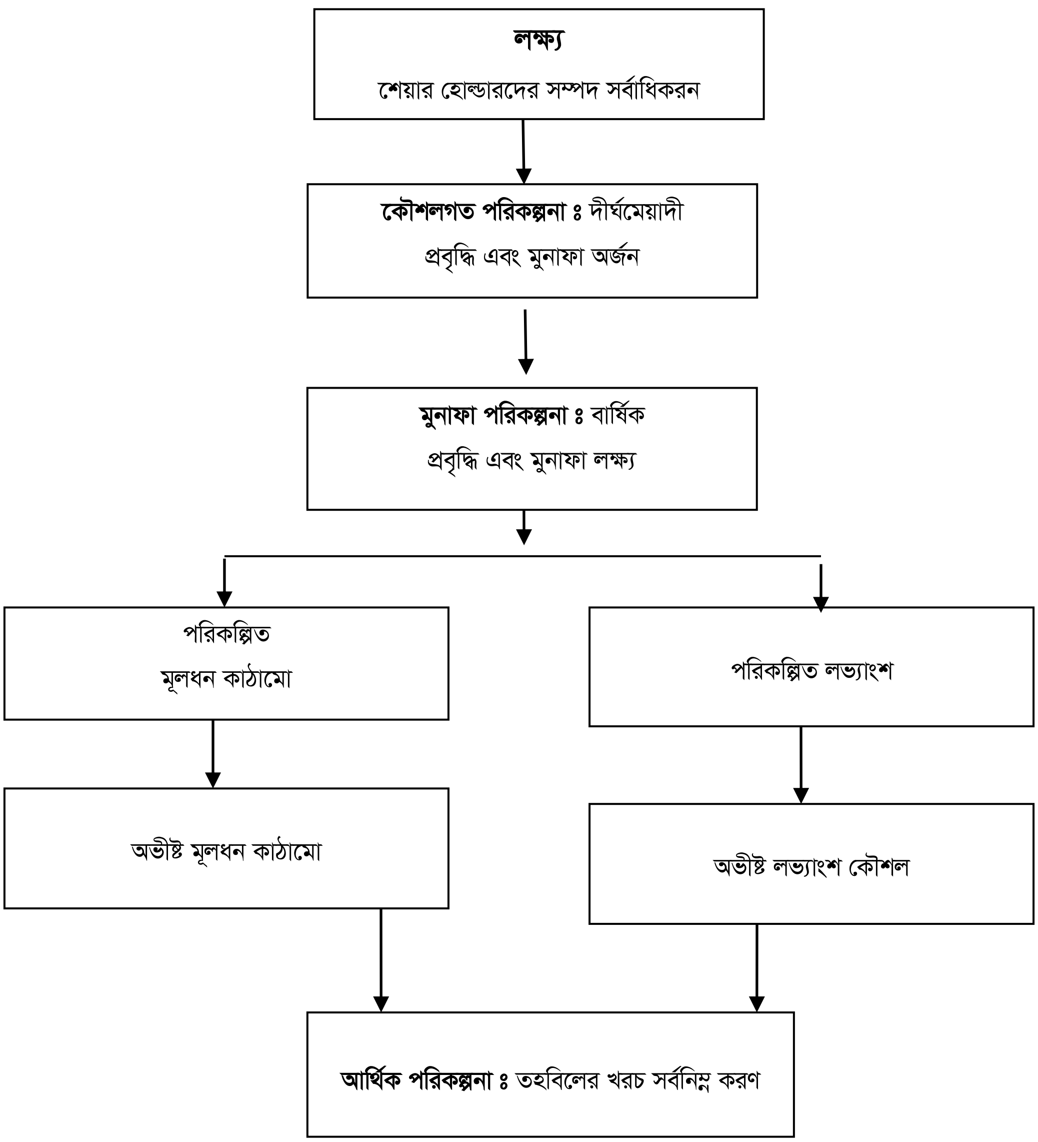

ব্যাংকের সম্পদ সর্বাধিকরণ লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্য মূলধন কাঠামো সংক্রান্ত কার্যকর সিদ্ধান্ত এবং সুচারুরূপে তার বাস্তবায়ন জরুরী। বিভিন্ন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংকের ইক্যুইটি মূলধনের পাশাপাশি ঋণ মূলধনেরও প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং মূলধন কাঠামো বলতে আমরা ব্যাংকের ঋণ ও ইক্যুইটি মূলধনের যথার্থ সংমিশ্রণ বুঝি। ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মূলধন অপরিহার্য। একটি ব্যাংক প্রধানত চারটি উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। এগুলো হলো: ঋণ, সাধারন শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার এবং সংরক্ষিত আয়। মূলধনের সংমিশ্রণে প্রত্যেকটি ব্যাংক এ চারটি উৎসের বিভিন্ন অনুপাত বা মিশ্রণ ব্যবহার করে থাকে। দীর্ঘমেয়াদী দায় যেমন: ডিবেঞ্চার, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ এবং সাধারন শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার এবং বিভিন্ন ধরনের রিজার্ভকে ব্যাংকের মূলধন কাঠামো বলা হয়।

একটি ব্যাংকের সামগ্রিক সম্পদ এবং দায় ব্যবস্থাপনা ব্যাংক মূলধন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার একটি অংশ। মূলধন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ১ম ধাপ শুরু হয় পরবর্তী বছরের প্রত্যাশিত মুনাফা অনুমানের মধ্য দিয়ে। পূর্বাভাসকৃত ভবিষ্যত সুদ এবং সুদ বহির্ভূত আয়ের পাশাপাশি সুদ এবং সুদ বহির্ভূত খরচের মাধ্যমে মুনাফা ঠিক করা হয় যা মূলধন পরিকল্পনার অংশ। সাধারনত ব্যাংকের মূলধন পরিকল্পনা তিনটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়, যা নিম্নে দেওয়া হলো:

১. ব্যাংকের জন্য প্রো-ফর্মা উদ্বৃত্তপত্র এবং আয় বিবরণী তৈরী করা।
২. লভ্যাংশ প্রদান অনুপাত অনুমান নির্বাচন করা।
৩. বহি:মূলধনের বিকল্প উৎসের খরচ এবং সুবিধা বিশ্লেষণ করা।

প্রথম ধাপে ব্যাংকের সম্পদের জন্য কি পরিমাণ তহবিল লাগবে তা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যাশিত দায়ের চেয়ে প্রত্যাশিত সম্পদের অতিরিক্ত পরিমাণ ইক্যুইটি মূলধন। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক মূলধন অবশ্যই নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ন্যূনতম বিধিবদ্ধ মূলধন স্তরের সমান হবে।

দ্বিতীয় ধাপে অভ্যন্তরীণ এবং বহি:উৎস হতে সংগৃহীত তহবিলের পূর্বাভাস করা হয়। যদি লভ্যাংশ প্রদান না করা হয় তবে বহি:মূলধনের নির্ভরশীলতা কম থাকে। যদি লভ্যাংশ প্রদান করা হয় তবে বহি:মূলধনের নির্ভরশীলতা বাড়ে। লভ্যাংশ প্রদান মূলধনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে যদিও ব্যাংককে শেয়ারহোল্ডারদের প্রত্যাশা পূরণ এবং বাজারে সুনাম বৃদ্ধির জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করতে হয়। লভ্যাংশের হারের ওপর বহি:মূলধনের নির্ভরশীলতা ভিন্নতর হয়।

তৃতীয় ধাপে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে বহি:মূলধনের বিকল্প উৎসের খরচ এবং সুবিধা সমূহ বিশ্লেষণ করতে হয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অনুসারে বিকল্প উৎসের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করা উচিত কিন্তু ভবিষ্যতের চাহিদা পূরণের জন্য বিকল্প উৎসের পথ পরোপুরি এড়িয়ে চলা ঠিক নয়।

সারসংক্ষেপ :

মূলধন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা ব্যাংকের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। মূলধন পরিকল্পনায় ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে মোট কত প্রয়োজনীয় মূলধন রাখবে এবং অভ্যন্তরীন ও বহিঃউৎস হতে কতটুকু মূলধন সংগ্রহ করবে তা নির্ধারণ করে থাকে। মূলধন পরিকল্পনায় ব্যাংকের লক্ষ্য, কৌশলগত পরিকল্পনা, মুনাফা পরিকল্পনা, পরিকল্পিত মূলধন কাঠামো ও লভ্যাংশের বিবরন থাকে। মুলধন পরিকল্পনায় ব্যাংকের সামগ্রিক সম্পদ ও দায় ব্যবস্থাপনাও বিবেচনা করা হয়। মূলধন পরিকল্পনায় শুরুতে ব্যাংককে প্রো-ফর্মা উদ্ধৃত্তপত্র ও আয় বিবরণী তৈরী করতে হয়। দ্বিতীয় ধাপে লভ্যাংশ প্রদান অনুপাত কত হবে তা ঠিক করতে হয়। তৃতীয় ধাপে ব্যাংকগুলোর বহিঃমূলধনের বিকল্প উৎসের খরচ পূর্বানুমান করতে হয় ও প্রত্যেকটি উৎসের তুলনামূলক সুবিধা বিশ্লেষণ করতে হয়।

পাঠ-৫.৭ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আমানত বীমা

Deposit Insurance of Central Bank

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আমানত বীমা কী তা বলতে পারবেন;
- আমানত বীমার প্রিমিয়ামের হার ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং
- আমানত বীমার উদ্দেশ্য ও কভারেজ বর্ণনা করতে পারবেন ।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র আমানতকারী যারা বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকে আমানত রাখে তাদের আমানতকে নিরাপদ রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা হলো আমানত বীমা। এর মাধ্যমে আমানতের মালিকরা আশ্বস্ত অনুভব করে। বাংলাদেশে ১৯৮৪ সালের আগষ্ট মাসে এ বীমার আইনগত ফ্রেমওয়ার্ক "ব্যাংক আমানত বীমা অধ্যাদেশ-১৯৮৪" যা সরকার ১১ আগষ্ট, ১৯৮৪ সালে ঘোষণা করে। ২০০০ সালের জুলাই মাসে এই অধ্যাদেশটি জাতীয় সংসদ কর্তৃক "ব্যাংক আমানত আইন-২০০০" নামে পাশ হয়। বাংলাদেশে আমানত বীমা এ আইনের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিক আমানত বীমাকারী সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করে।

সদস্যঃ

বাংলাদেশের সকল তালিকাভূক্ত ব্যাংক এমনকি আন্তর্জাতিক ব্যাংক যা বাংলাদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে তারা "ব্যাংক আমানত বীমা আইন-২০০০" এর মাধ্যমে আমানত বীমার স্কিমের আওতাধীন থাকে। দেশের ৫৬টি ব্যাংকের সবার জন্য সদস্যপদ আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলক।

আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল এবং বিনিয়োগ আওতাঃ "ব্যাংক আমানত বীমা আইন-২০০০" অনুসারে বীমাকৃত ব্যাংক থেকে আদায়কৃত প্রিমিয়াম এবং অন্য সকল পাওনা একটি একাউন্ট নাম্বারে জমা দিতে হবে যা আমানত বীমা ট্রাস্ট তহবিল নামে বিবেচিত যেটি বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে। এ তহবিলের টাকা সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করতে হবে এবং বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয় এ তহবিলে ক্রেডিট করতে হবে বীমা কভারেজকে শক্তিশালী এবং বর্ধিত করার জন্য।

আমানত বীমা স্কিমের আওতাঃ "ব্যাংক আমানত বীমা আইন-২০০০" অনুসারে বীমাকৃত ব্যাংকের অবসায়ন হলে বাংলাদেশ ব্যাংক ঐ ব্যাংকের প্রত্যেক আমানতকারীকে ঐ ব্যাংকে রক্ষিত তার আমানতের পরিমাণ পরিশোধ করবে যা ১ লক্ষ টাকার বেশী হবে না। যোগ্য ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত আমানতকারী প্রত্যেক ব্যাংকের প্রত্যেক আমানতের ওপর সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পাবে।

স্কিমের ব্যবস্থাপনাঃ আইন অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ট্রাস্টি বোর্ড নামে পরিচিত হবে যারা এ তহবিল দেখাশোনা এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে।

আমানত বীমায় প্রিমিয়াম হারঃ আমানত বীমা আইন-২০০০ অনুসারে তালিকাভূক্ত ব্যাংকের প্রত্যেকটি সদস্য বীমাকৃত ব্যাংক হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সদস্য ব্যাংক অর্ধবার্ষিক প্রিমিয়াম জমা দিবে এবং একটি সদস্য ব্যাংকের মোট বীমাকৃত আমানত ৩০শে জুন কিংবা ৩১শে ডিসেম্বর জানা যাবে। ২০০৭ সালের পূর্বে প্রিমিয়ামের হার এক ছিলো। এখন ঝুঁকি ভিত্তিক আমানত বীমা প্রিমিয়ামের হার এবং বর্ধিত হার ২০১৩ সাল থেকে কার্যকর হচ্ছে যা নিম্নে দেয়া হলো:

ক্রমিক নং	ক্যামেল রেটিং	প্রিমিয়ার হার
১.	বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক যারা Problem ব্যাংক ক্যাটাগরিতে পড়ে	.১০%
২.	বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক যারা Early Warning ব্যাংক ক্যাটাগরিতে পড়ে	.০৯%
৩.	বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক Problem এবং Early Warining ব্যাংক ক্যাটাগরির বাহিরে	.০৮%
৪.	সরকারী মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	.০৮%

আমানত বীমার উদ্দেশ্যঃ ব্যাংক অধিক ঝুঁকির সাথে জড়িত। যেহেতু তারা ধার করা অর্থ নিয়ে কাজ করে সেহেতু অনেক আমানতকারীর কাছে তারা দায়বদ্ধ। একটি ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেলে তা পুরো আর্থিক খাতকে প্রভাবিত করবে। বাংলাদেশে আমানত বীমা স্কিমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো অন্যান্য দেশের মত দেশের সামগ্রিক আর্থিক খাতকে স্থিতিশীলতা প্রদান করা। এটা ছাড়াও অন্য উদ্দেশ্য গুলো হলোঃ

১. ক্ষুদ্র আমানতকারীকে রক্ষা করা।
২. জনগনের আস্থা বৃদ্ধি করা।
৩. আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করা।
৪. সঞ্চয় বাড়ানো এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা।
৫. ব্যাংকিং সেবার মান বৃদ্ধি করা।

আমানত প্রদান/কভারেজঃ যদি একজন একটি ব্যাংকের একটি অথবা বহুবিধ শাখায় একের অধিক হিসাব খুলে থাকে তবে সবগুলো একই ধারণ ক্ষমতার এবং একই অধিকারের হিসাব বলে বিবেচিত হবে। ফলে, এই হিসাবের অধীনে যত উদ্বৃত্তই যোগ করা হোক না কেন আমানতকারীকে অনধিক ১লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে যা নিম্নে টেবিলে দেখানো হলো:

ধরণ	সঞ্চয়ী হিসাব	চলতি হিসাব	স্থায়ী হিসাব	মোট আমানত	বীমাকৃত আমানত
জনাব ক (ব্যক্তিগত)	১৫,২০০	১৮,৫০০	৫০,০০০	৮৩,৭০০	১,০০,০০০
জনাব ক (খ এর আংশীদার)	------	২৬,০০০	৮০,০০০	১,০৬,০০০	১,০০,০০০
জনাব ক (গ এর অভিভাবক)	১২,৫০০	৩৫,৬০০	৫০,৫০০	৯৮,৬০০	১,০০,০০০
জনাব ক (ঘ গ্রুপের পরিচালক)	৮০,০০০	------	৯০,৫০০	১,৭০,৫০০	১,০০,০০০
জনাব ক (মিসেস ক এর যৌথ হিসাব)	------	১,৫০,০০০	৭০,০০০	২,২০,০০০	১,০০,০০০

এই স্কিমটির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি আনয়ন করতে পারে। এ আমানত বীমা আইনের কার্যকর ব্যবহার ব্যাংকের ঝুঁকি কমিয়ে আমানতকারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করে।

সারসংক্ষেপ :

গ্রাহকদের কষ্টার্জিত অর্থকে নিরাপদ রাখার জন্য ও আমানতকারীদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য “ব্যাংক আমানত আইন-২০০০” জাতীয় সংসদে পাশ করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আমানত বীমায় তালিকাভূক্ত সকল ব্যাংকই সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করে যা বাধ্যতামূলক। ব্যাংকের অবসায়ন হলে বীমাকৃত ব্যাংকের প্রত্যেক আমানতকারীকে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকার আমানত বীমা সুবিধা বাংলাদেশ ব্যাংক “ব্যাংক আমানত বীমা আইন-২০০০” অনুসারে প্রদান করবে। আমানত বীমায় প্রিমিয়ামের হার বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্যাটাগরি ও সরকারী মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক অনুযায়ী কম বেশী হয়ে থাকে। আমানত বীমা স্কিম বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সামগ্রিক আর্থিক খাতকে স্থিতিশীলতা প্রদান করার জন্য ব্যবহার করে। এছাড়াও ক্ষুদ্র আমানতকারীকে রক্ষা করা জনগনের আস্থা বৃদ্ধি করা, সঞ্চয় বাড়ানো, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা ও ব্যাংকিং সেবার মানবৃদ্ধি করা আমানত বীমার উদ্দেশ্য। আমানত বীমায় একজনের একটি অথবা বহুবিধ শাখায় একের অধিক হিসাব খোলা থাকলেও তা একই ধারন ক্ষমতা ও অধিকারের বলে বিবেচিত হবে যেখানে যত উদ্বৃত্তই থাকুক না কেন অনধিক ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে।

রেফারেন্স বইসমূহ

- Timothy W. Koch, S. Scott MacDonald, Bank Management, South-Western Cenage Learning, USA
- Peter S. Rose, Commercial Bank Management, Irwin/McGraw-Hill,USA.
- Paul F.Jessup, Bank Management, Holt, Rinehart & Winston, 1969.
- Dr. A R Khan, Bank Management: A Fund Emphasis, Brother’s Publications.

ইউনিট-উত্তর মূল্যায়ন

(১) মূলধন নিয়ে প্রত্যেকটি ব্যাংক কেন উদ্বিগ্ন থাকে? ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করুন।
(২) ন্যূনতম মূলধনের চাহিদা কীভাবে ব্যাংকের উদ্বিগ্নতা হ্রাস করে? ব্যাখ্যা করুন।
(৩) ব্যাসেল-১, ব্যাসেল-২ ও ব্যাসেল-৩ কী?
(৪) বাংলাদেশে ব্যাংকের গ্রেড অনুযায়ী ব্যালেন্স শীট এক্সপোজারের জন্য ঝুঁকি ভার (Risk Weight for balance sheet exposure) আলোচনা করুন।
(৫) Tier-1 মূলধন কী কী উপাদান দ্বারা গঠিত?
(৬) Tier-2 মূলধনের উপাদান গুলো কী কী?
(৭) Tier-1, Tier-2 এবং Tier-3 মূলধন নির্ণয় কোন কোন শর্তের ওপর নির্ভরশীল? আলোচনা করুন।
(৮) "ব্যাংক মূলধন ক্ষতি পোষাতে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে"। ব্যাখ্যা করুন।
(৯) "ব্যাংক মূলধন ঝুঁকি হ্রাস করে মূলধন বৃদ্ধি করে"-উক্তিটির স্বপক্ষে যুক্তি দিন।
(১০) বাংলাদেশে মূলধনের পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত বিধিবিধান ও নিদের্শনা সমূহ বর্ণনা করুন।
(১১) মূলধনের বাধ্যবাধকতা ব্যাংকের পরিচালন নীতিতে কী কী প্রভাব ফেলে? আলোচনা করুন।
(১২) ব্যাংকের বহি:মূলধন উৎসসমূহ ব্যাখ্যা করুন।
(১৩) বহি:মূলধনের উৎস হিসেবে সাধারন শেয়ারের সুবিধা-অসুবিধা সমূহ আলোচনা করুন।
(১৪) ব্যাংকের মূলধন পরিকল্পনা বলতে আপনি কী বুঝেন?
(১৫) ব্যাংকের মূলধন পরিকল্পনার ধাপসমূহ আলোচনা করুন।
(১৬) আমানত বীমার উদ্দেশ্য সমূহ লিখুন।
(১৭) আমানত বীমায় প্রিমিয়াম হার কীভাবে নির্ধারিত হয়? আলোচনা করুন।
(১৮) নিম্নোক্ত টেবিল হতে বীমাকৃত আমানত নির্ণয় করুনঃ

ধরন	সঞ্চয়ী হিসাব	চলতি হিসাব	স্থায়ী হিসাব	মোট আমানত	বীমাকৃত আমানত
জনাব ক (ব্যক্তিগত)	২০,০০০	৩০,০০০	৪০,০০০	৯০,০০০	?
জনাব ক (খ এর অংশীদার)	-----------	৫০,০০০	৮০,০০০	১,৩০,০০০	?
জনাব ক (গ এর অভিভাবক)	২৫,০০০	২৩,০০০	৫০,০০০	৯৮,০০০	?
জনাব ক(ঘ গ্রুপের পরিচালক)	৭০,০০০	----------	১,০০,০০০	১,৭০,০০০	?